

3

এ দেশে কেউ কি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কতিপয় হাসপাতাল স্থাপন করতে পারেন। এমন হাসপাতাল প্রয়োজন যেখানে গরিবেরা তার সাধার সীমায় চিকিৎসা পেতে পারে। কথাগুলো আমি হঠাৎ করে লিখছি না। লিখছি একটি বিশেষ কারণে। কিছুদিন আগে এই পত্রিকায় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে লিখেছিলাম। আমার অভিযোগ ছিল পিজি ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করায় গরিবেরা মার খাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বেসরকারী হওয়ায় পিজি হাসপাতাল ও বেসরকারী হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। ফলে চিকিৎসার খরচ বেড়েছে। কোন কোন ওয়ার্ডে বিনা পরিসায় যে শয্যায় চিকিৎসা পাওয়া যেত সে শয্যার জন্য এখন প্রতিদিন এক হাজার টাকা দিতে হয়। এমন করে সর্বক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে। আমার লেখায় কিছু কিছু বন্ধ ফুট হয়েছেন। কতিপয় প্রবীণ চিকিৎসক অভিনন্দন জানিয়েছেন। অশুশি হয়েছেন অসংখ্য তরুণ চিকিৎসক। তাদের কথার জবাবে আমার আজকের লেখা। তরুণ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি করে আসছিল। তারা একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাচ্ছিলেন সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তারা একটি বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছেন। তারাও দাবি করছেন যে, স্বল্প পরিসায় চিকিৎসা হোক। কিন্তু চিকিৎসার দাম বেড়েছে বলে দেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে লিখতে হবে কেন? এর জবাবে আমার কথা স্পষ্ট করে বলাই ভাল। আমি বার বার লিখেছি আমাদের দেশের চিকিৎসার যে অবস্থা এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করলে খরচ বাড়বে, সমস্যার সমাধান হবে না। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় উচ্চশিক্ষার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে

### নির্মল সেন

স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেয়া হয়। অনেকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলে গবেষণা হবে। নতুন নতুন অনেক কিছু জানা যাবে। দেশে চিকিৎসার মান উন্নত হবে। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি তেমন? আমাদের দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্যও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। এরপর একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। কিন্তু যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্নাতকোত্তর শিক্ষা দিচ্ছে তাদের সাথে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কিন্তু এখনও নির্ধারণ হয়নি। আমি আগেও লিখেছি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আগে যে প্রকৃতি নেয়া প্রয়োজন ছিল তা আদৌ নেয়া হয়নি। সবকিছুই কার্যকর হয়েছে চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। মার খাচ্ছে গরিবরা। আমার চিকিৎসক বন্ধুরা নিশ্চয় বলবেন, একটা কিছু তো হলো। আর আমি বলব, অন্তত একটা কিছু হয়েছে যাতে গরিবের পক্ষে এ হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা চান তারা নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করতে পারেন। আর আমি তাদের কাছে জানতে চাইতে পারি— দয়া করে জানাবেন কি পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত যারা চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এখন শতকরা কতজন বিদেশে বসবাস করছেন। আর বাদবাকি যারা আছেন অর্থাৎ নাম করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বড় বড় ক্লিনিকের মালিক। বাংলাদেশের

## বিতর্ক II মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আমার জবাব—

অলিতে-গলিতে এখন ক্লিনিক গজিয়েছে। অচেন টার্ক না থাকলে সে ক্লিনিকে চিকিৎসা পাওয়া যায় না। যারা আমার লেখায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন তারা এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলছেন না। আর আমার এ ধরনের লেখার ভিত্তি একটি কারণও আছে। বার বার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে একজন চিকিৎসক বানাতে নাকি সরকারের লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। এ টাকাটা সরকারী কোষাগারের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের। তাই সাধারণ মানুষ আপনাদের কাছে কিছুটা প্রতিদান নিশ্চয় আশা করতে পারে নাকি। মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। দেশে একটি গুণ্ডা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। অসংখ্য

আমি চাই সাধারণ মানুষের সুলভে চিকিৎসা। এক সময়ে জানতাম সরকারী পিজি হাসপাতালে সাধারণ মানুষ সুলভে চিকিৎসা পায়। এখন দেখছি বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর গরিব মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না। আমার কথা— আপনারা যখন চান বিশ্ববিদ্যালয় থাক। কিন্তু গরিবের চিকিৎসার ব্যয় যেন বৃদ্ধি না পায়। এ ব্যাপারে কিন্তু আপনারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না। কারণ ইতোমধ্যে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয় বেড়েছে তা আগেই বলেছি।

অপ্রয়োজনীয় গুণ্ডা নিষিদ্ধ হয়েছিল। গুণ্ডার দাম হাস পেয়েছিল। তখনও কিন্তু আমি দেখছি এক শ্রেণীর চিকিৎসককে এ গুণ্ডা নীতির বিরোধিতা করতে এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতে, এখন সে বলাই নেই। এখন খোলামেলা বাজার অর্থনীতি। একই গুণ্ডার পাঁচ দোকানে পাঁচ দাম। সে দাম বাড়ছে মাসে মাসে। প্যাকেটে লেখা গুণ্ডার দাম এখন মূল্যহীন। আপনারা যারা চিকিৎসকদের নিয়ে সমিতি করেন, আমাদের সুলভে চিকিৎসা দিতে চান তারা কিন্তু এ ব্যাপারে কখনও উচ্চবাচ্য

করেন না। এমনকি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় আপনারা খুশি হলেন। আর সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ব্যয় বাড়ল। এ ব্যাপারেও আপনারা উচ্চবাচ্য করছেন না। আমার কথা হচ্ছে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক যদি চিকিৎসা না পায় তাদের টাকায় কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে লাভ আছে কি? আমি আগেও লিখেছি আজকেও লিখছি, সমাজের গরিব মানুষগুলো যাতে সুলভে চিকিৎসা পায় তার কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না? যে সব চিকিৎসক উচ্চশিক্ষা চান নিজের পেশা নিয়ে আন্দোলন করেন, তাঁরা কি এ উদ্যোগ নিতে পারেন না আপনারা সরকারী খাত চান না, সেখানে নাকি কড়া নিয়ন্ত্রণ। আপনারা বেসরকারী খাত চান। বেসরকারী খাতে এখন রমরমা ব্যবসা। চাকর্য। এখন চিকিৎসার ভবনে রঙের বাহার। এ ভবনের সার্বভৌম দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে যে কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। এবং নিশ্চিত করে বলা যায় যে, যারা মাথা ঘুরে পড়বে তাদের অধিকাংশের পকেটে এ ভবনে ঢুকে চিকিৎসা পাবার মতো পরিসায় নেই এবং এটাই হচ্ছে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি। আমি স্বাধীনতার পর থেকে বলে আসছি যে, মাথাভারি প্রশাসনের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন নেই। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছরের পর বছর মেডিক্যাল কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এখনও করছে বিভিন্ন দেশে। সুতরাং আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা চালু রাখতে আপত্তি কোথায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যে অর্থ বরাদ্দ হবে সে অর্থ দিয়ে নতুন হাসপাতাল ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হোক না। আমার মনে হয় এতে সাধারণ মানুষের উপকার হবে। এছাড়া প্রায় রোজই শুনি এবং কাগজে পড়ি হাজার হাজার মানুষ নাকি আমাদের দেশ থেকে ভারতে যায় চিকিৎসার জন্য। যদিও আমি জানি না ভারতে আদৌ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে কি না। আমি চাই সাধারণ মানুষের সুলভে চিকিৎসা। এক সময়ে জানতাম সরকারী পিজি হাসপাতালে সাধারণ মানুষ সুলভে চিকিৎসা পায়। এখন দেখছি বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর গরিব মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না। আমার কথা— আপনারা যখন চান বিশ্ববিদ্যালয় থাক। কিন্তু গরিবের চিকিৎসার ব্যয় যেন বৃদ্ধি না পায়। এ ব্যাপারে কিন্তু আপনারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না। কারণ ইতোমধ্যে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয় বেড়েছে তা আগেই বলেছি। তাই চিকিৎসক বন্ধুদের বলতে চাই এখন খোলামেলা বাজার অর্থনীতির কাল। ভাল ভাল কথা বলে লাভ নেই। তবুও যদি পারেন কিছু বেসরকারী হাসপাতাল স্থাপন করুন। সেখানে মোটামুটি আপনারা শ্রম দেবেন। মানুষ সুলভে চিকিৎসা পাবে। নইলে বেসরকারী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে হাসপাতাল বেসরকারী হবে আর মানুষ সুলভে চিকিৎসা পাবে। তা কি আদৌ হয়। লক্ষ্য করছেন না যে, বাংলাদেশের অলিতে-গলিতে গড়ে ওঠা তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের ভর্তি হতে চার থেকে ছয় লাখ টাকা লাগছে। তরুণ চিকিৎসকরা দেশের মঙ্গল চান বিশ্বাস করি। কিন্তু গুণ্ডামাত্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে দেশের গরিব মানুষের মঙ্গল করা যায় তার প্রমাণ কিন্তু কোথাও নেই। আমার শেষ কথা হচ্ছে, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজ বা স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ সব কিছু সাধারণ মানুষের সুলভে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য। সাধারণ মানুষ সুলভে চিকিৎসা না পেলে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর হাসপাতাল বানিয়ে লাভ আছে কি?